যুগান্তর

22 OCT 2016

অধ্যক্ষের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শিক্ষিকা বরখাস্ত

সপরিবারে আত্মহত্যার হুমকি

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্র এলাকার নবকিশলয় স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজের অধ্যক্ষের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে ওই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শুক্রবার সকালে রূপগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিত ওই শিক্ষিকা। অধ্যক্ষের বিচার দাবিতে ও চাকরি ফিরে পেতে ওই শিক্ষিকাসহ সপরিবারে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন।

শিক্ষিকা আখতারুন্নেছা জানান, নবকিশলয় স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজের তিনি শিক্ষিকা। ২০০৩ সাল থেকে সুনামের সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নজিবুর রহমান একজন লম্পট প্রকৃতির লোক। দীর্ঘদিন ধরে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছে লম্পট নজিবুর রহমান। কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় স্কুলের বেতনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেন তিনি। এসব বিষয় তিনি কলেজের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানান। এরপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন সময় মোবাইল ফোনে অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা ও স্কুল ছুটির পর হাত ধরে টানাহেঁচড়া করে শ্লীলতাহানি করেন। কোনো উপায় না দেখে নজিবুর রহমান অন্যায়ভাবে তাকে বরখাস্ত করেন, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বছরের ১৩ জানুয়ারি বিকালে অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে আবারও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। বিষয়টি কর্মচারী আনোয়ার হোসেনকে জানিয়ে আখতারুন্নেছা নিজ বাড়ি রাজধানীর দক্ষিণ রায়েরবাগে চলে যান।

এরপর ১৭ জানুয়ারি নজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতিসহ শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা অধিদফতরে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পর ক্ষিপ্ত হয়ে আবারও অপহরণ করে নিয়ে ইজ্জত নষ্ট করবে বলে হুমকি প্রদান করেন।

১৮ অক্টোবর বিকালে বিশেষ প্রয়োজনে আখতারুন্নেছা কলেজে আসেন। আসার পর নজিবুর রহমান তাকে একটি কক্ষে বন্দি করে ফেলেন। এক পর্যায়ে ওই দিনও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। এসময় শিক্ষিকা আখতারুন্নেছা ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে মুক্তি পান। শুক্রবার সকালে রূপগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর লম্পট অধ্যক্ষের বিচার দাবি করেন এবং চাকরি ফিরে না পেলে ওই শিক্ষিকাসহ সপরিবার আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দেন।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ নজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন বলেন, এ ধরনের ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত মোতা. ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।